গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
www.nasirnagar.brahmanbaria.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৫.৪২.১২৯০.০০৩.০০.০০৫.২৫- ১৮

তারিখ- ২০ পৌষ ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬

জলমহাল (খাস পুকুর) ইজারা বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমবায় সমিতি লি: এর সভাপতি/ সম্পাদকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুন ২০০৯ তারিখের ভূমঃ/ শা-৭/বিবিধ (জল) /০২/২০০৯-১৯১/১(৬০০) নং স্মারকে প্রকাশিত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯.(অংশ)-৩২ নং প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নাসিরনগর উপজেলার ২০(বিশ) একরের নীচে বন্দোবস্তযোগ্য/ ইজারাযোগ্য বদ্ধ শ্রেণীর জলমহালসমূহ (খাস পুকুরসমূহ) ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে ইজারা/ বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত সময়সূচী মোতাবেক অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

ক্র: নম্বর	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	০১ মাঘ থেকে ১৪ মাঘের মধ্যে (১৫/০১/২০২৬ থেকে ২৮/০১/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	অনলাইন ইজারার আবেদন দাখিল ;
০২	১৪ মাঘ এর পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (২৮/০১/২০২৬ তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে আবেদন দাখিলের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাছিরনগরে দাখিল ;
০৩	২০ মাঘ থেকে ২৬ মাঘের মধ্যে (০৩/০২/২০২৬ থেকে ০৯/০২/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	অনলাইন প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই ;
০৪	২৭ মাঘ থেকে ০৪ ফাল্গুনের মধ্যে (১০/০২/২০২৬ থেকে ১৭/০২/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন ;
০৫	০৫ ফাল্গুন থেকে ২৫ ফাল্গুনের মধ্যে (১৮/০২/২০২৬ থেকে ১০/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন ;
০৬	২৬ ফাল্গুন থেকে ২৮ ফাল্গুনের মধ্যে (১১/০৩/২০২৬ থেকে ১৩/০৩/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ ;
০৭	২৯ ফাল্গুন থেকে ২২ চৈত্রের মধ্যে (১৪/০৩/২০২৬ থেকে ০৫/০৪/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সমুদয় ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি পাওনা (করাদি) জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন ;
০৮	০১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (১৪/০৪/২০২৬ তারিখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/ সম্পাদককে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা www.jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো উপযুক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। আবেদনের শর্তাবলী web সাইটে পাওয়া যাবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে, ইউনিয়ন ভূমি অফিসে, অত্রাফিসের নোটিশ বোর্ডে, উপজেলা ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে, উপজেলা মৎস্য অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং উপজেলা সমবায় অফিসের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

শর্তাবলী :

১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৬/২০০৯ইং তারিখের ভূ মঃ/শাঃ-৭/বিবিধ(জল)/০২/২০০৯-১৯১/১(৬০০) নং স্মারকে প্রচারিত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ এ বর্ণিত নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে।

(ক) নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি বা সমবায় সমিতি সমূহ যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতি সমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না। শর্ত থাকে যে উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্য নির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহে, তাহলে উক্ত সমিতির আবেদন গ্রহণযোগ্য হবেনা।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, সেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারা আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রকাশ স্বরুপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজ সেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত ২ (দুই) বৎসর অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের প্রযোজ্য হবেনা।

(খ) আবেদন পত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানা সহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানা সহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

(গ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীতে জরীপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরীপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহাল সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকার/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এই নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

২। আবেদন পত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

ক) সংগঠন/সমিতির/নির্বাচিত কমিটি।

খ) গঠনতন্ত্রের কপি।

চলমান-০২

CamScanner

গ) ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য।

ঘ) সদস্যদের নামের তালিকা(ঠিকানাসহ) সত্যায়িত ছবি সহ।

ঙ) নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা(ঠিকানাসহ) সত্যায়িত ছবিসহ।

চ) সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।

ছ) সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্যচাষ/উৎপাদন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/স্বরুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

জ) আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কার্যকারীতা প্রমানস্বরুপ উপজেলা সমবায়/সমাজ সেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সংগে দাখিল করতে হবে।

ঝ) বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে (তবে নতুন সংগঠনের / সমিতির জন্য প্রযোজ্য নয়

৩। যে জলমহাল/খাসপুকুরের জন্য আবেদন করা হবে তার বার্ষিক ইজারা মূল্যের ২০% টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাসিরনগর বরাবর ব্যাংক ড্রাপট/পে-অর্ডার মারফত জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে।

৪। আবেদন অসম্পূর্ন থাকলে তা বাতিল যোগ্য হবে এবং কোন রকম ঘষামাজা, কাটাছেড়া, ওভাররাইটিং ও অস্পষ্ট আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য নয়।

৫। সংশ্লিষ্ট জলমহাল/খাসপুকুরের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। সরকারি ইজারা মূল্যের কম মূল্যে কোন জলমহাল ইজারা দেওয়া হবেনা।

৬। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭। বন্দোবস্ত সিদ্ধান্তের ০৭(সাত)কর্ম দিবসের মধ্যে প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সরকারের নির্ধারিত খাতে আয়কর ও ভ্যাট সহ জমা প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিলসহ জামানতের টাকা সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৮। প্রতি বছর ইজারা মূল্যের শতকরা ১৫% হারে ভ্যাট ও ১০% হারে আয়কর সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে।

৯। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জংগী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১০। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেনা।

১১। সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধ পূর্বক ৩০০/-(তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ০২(দুই) কপি ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১২। ২য় বছরের সম্পূর্ন ইজারা মূল্যের ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের ইজারা মূল্যে ২য় বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল যোগ্য বলে গণ্য হবে এবং জামানত সরকার বরাবর বাজেয়াপ্ত হবে। জামানত শেষ বছরের লীজমানির সাথে সমন্বয় করা হবে।

১৩। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কোন অবস্থাতেই জলমহাল বা তার অংশ সাব-লীজ প্রদান করতে বা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না। যদি তা করে তাহলে বন্দোবস্ত বাতিল হবে এবং জামানত সহ জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং উক্ত লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩(তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৪। আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জেনে আবেদন করতে হবে এবং জলমহাল/খাসপুকুর সেখানে যে অবস্থা আছে তদাবস্থায় বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে হবে। পরে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ক) জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজরার গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ শে চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে।

১৫। বিজ্ঞপ্তিটি সংক্ষিপ্ত; অফিস চলাকালীন অত্র কার্যালয়ে/উপজেলা ভূমি অফিস/উপজেলা সমবায় অফিস/উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের নোটিশ বোর্ড হতে জলমহাল/খাস পুকুরের আয়তন, পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সকল তথ্যাদি জানার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬। সায়রাত মহাল ইজারা সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা এবং ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সরকারের নিয়ম নীতি ইজারা গ্রহিতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(ক) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষান্তে সে সব জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার ,স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তথা সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।

খ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

গ) ইজারাকৃত/বন্দোবস্তকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবেনা।

১৭। তথ্য গোপন করে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করে ইজারায় অংশ গ্রহণ করে বন্দোবস্ত নিলে এবং পরবর্তীতে তা প্রমাণিত হলে এবং সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করলে লীজ বাতিল সহ জামানতের ও লীজ বাবদ জমাকৃত অর্থ সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১৮। উল্লিখিত ইজারাযোগ্য জলমহালের মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে কোন নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকলে তা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সর্বশেষ অবস্থা/আরজির অনুলিপি বা অন্যান্য কাগজপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় কোন নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা বা আপত্তি নেই মর্মে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৯। কর্তৃপক্ষ যুক্তিসংগত কারণে যে কোন আবেদন পত্র গ্রহন বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। অধিকন্ত কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে সায়রাত মহালের তপছিলের হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৫/০২/২০২৬

(শাহীনা নাছরিন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
নাছিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

CamScanner